REG. NO. C. 858

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৩ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 27th March 1929. | ৪০শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নবজীবন ক্যাপ্সুল

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, ভুঁইকুমড়া, আলকুশী, সালমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত— স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রক্ষয় স্মৃতিশক্তিহীনতা, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের যম, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্ক-চালনাকারিদিগের পরম সুহৃৎ। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি, এ।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হিলিংবাম

গত ৩৫ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

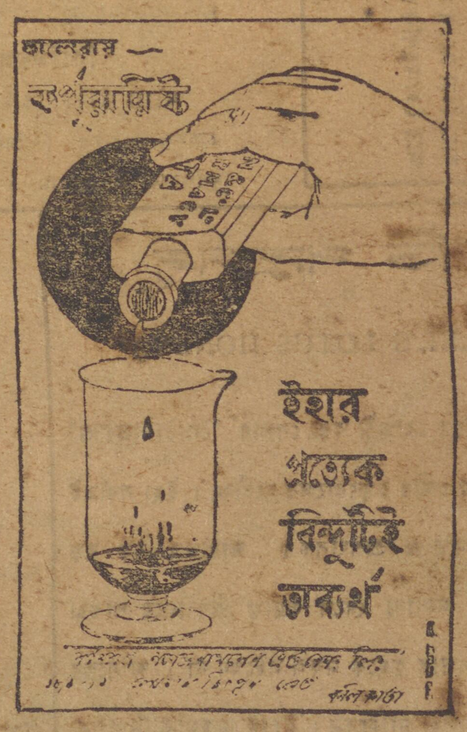

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরারিষ্ট ঘর রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

প্রিমিয়ম বণ্ড

সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ,

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন
কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।
পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।
ব্যাপার খানা কি! দেখুন।

এতদ্দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটা সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্তু মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ডে বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার ড্রইং (লটারী বা সুরতি) গবর্ণমেণ্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা তঞ্চকতার ভয় নাই। সামান্য টাকায় বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক কাঙ্গাল

[৩]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষেরও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশীয় এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[৪]

ment for the saving of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইল ততদিন অক্ষত হইয়া

[৫]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "ফেস্ ভ্যালু" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান বিক্রয় বেচা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেণ্ট বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা দেনাদারের গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[৬]

কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবে ও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিবা মাত্র রেজিষ্টারী ইনসিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রইংএ (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[৭]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রইংএর (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বরাবর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে ফল জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ঈশ্বর করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রইংএ উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রইংএর পর আপনার বণ্ড-বিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তদ্দণ্ডে তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। কখনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড

[৮]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ যিনি বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই বণ্ড দেখাইবা মাত্র টাকা।

এতৎসঙ্গে সর্ব্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েক প্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল, সাধ্যমত ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা
ম্যানেজার
প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি
১৩২ বাগমারী ভিলা (ইষ্টার্ণ গেট)
কলিকাতা।

খাঁটি পদ্মমধু

(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" [illegible] পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই [illegible]রূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় [illegible] ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া [illegible] সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের [illegible] "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, [illegible] ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত [illegible] বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে [illegible]। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,
১৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

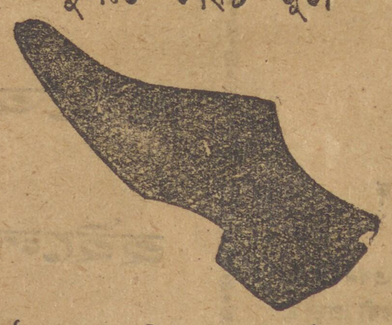

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং
সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং
মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—
ই ৮৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি—এমব্রোকেস কলিঃ

বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে - -
নূতন অলঙ্কার আপনার - - -
প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা,
পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

'LIVETIME' হাতঘড়ি
সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

ঘোষ এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন
কলিকাতা—২৫৯৭

টেলিগ্রাম
GHOSHONS'—Cal.

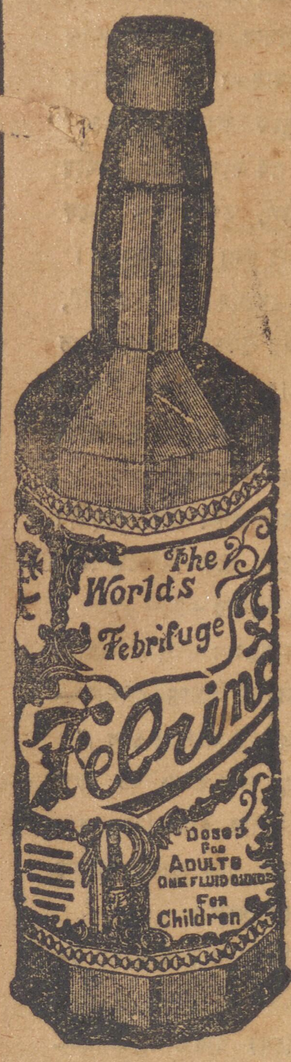

সর্ব্ববিধ জ্বর ও ম্যালেরিয়ার
অব্যর্থ প্রতিকারক

ফে—ব্রি—না

অনেক আশাহীন, চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী ফেব্রিনা সেবনে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আপনার গৃহে "ম্যালেরিয়া" রোগী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে এই মহৌষধটী সেবন করান। অন্য ঔষধ খাওয়াইবার আর প্রয়োজন হইবে না। আরোগ্য অব্যর্থ

প্রতি বড় বোতল—এক টাকা চারি আনা।
„ ছোট বোতল—চৌদ্দ আনা।
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স,
প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা,
৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্ক্সএর

চাঁদ মার্কা পাচন

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

সোল এজেন্টস্ —
বসাক ফ্যাক্টরী
৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অনন্ত ও আমলকী
কাঁচা তিল তৈল

মস্তিষ্কের পুষ্টি ও কেশের কান্তি এবং
সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

প্রতি পাইন্ট—৬৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। বিক্রীর জন্য সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

বায়ু ও কেশের উপকারী "শ্রী,ছাপ" ব্রাণ্ড সুবাসিত নারিকেল ও বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

দে ব্রাদার্স
১২৪নং সোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
NATURE'S OWN HAIR GROWER

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সুবর্ণ সুযোগ।
MEMORY TABLET
বা
স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপযোগী এক কৌটার মূল্য মাশুল সমেত ১।০ পাঁচ সিকা।

এজেন্ট্স ঃ—
এন্, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পোঃ রঘনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৩ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৫ সাল।

সমাজ সংস্কার।

—০—

হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে বহু দোষ এবং পাপাচার পরিলক্ষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। হিন্দু জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই সকল দোষ ও পাপাচার সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়া সমগ্র জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। জাতির শক্তি বৃদ্ধি না হইলে বর্ত্তমান ঘাতপ্রতিঘাতবহুল যুগে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখা দায় হইবে। কিন্তু সমাজের এই সকল পাপাচারের সংস্কার সাধন করিতে হইলে বহুদর্শী, বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল সংস্কারকের আবশ্যক। নতুবা কতকগুলি আকস্মিক সংস্কারকের প্ররোচনায় পড়িয়া তাহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর না হইয়া পশ্চাদগামী হইবে, সন্দেহ নাই।

সেদিন হিন্দু সমাজ সম্মিলনীর সভায় একটী প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে যে, এখন হইতে সমগ্র হিন্দুজাতি অবিসম্বাদিতভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইবে। এই প্রস্তাবের ফলে সভায় বেশ মতভেদ দেখা দিয়াছিল। এমন কি সেই মতভেদের ফলে সম্মিলনীর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন। উহার পরদিন স্বামী জ্ঞানানন্দের সভাপতিত্বে প্রস্তাবটি সভায় পাশ হইয়া গিয়াছে। নিজে ব্রাহ্মণ হইলেও মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ হিন্দু সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া নহেন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উপযোগী যে সকল সংস্কার সমাজের আবশ্যক এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর তিনি কখনও সেই সকল সংস্কারের বিরোধী নহেন। ব্রাহ্মণত্বের বৃথা গর্ব্বও তাঁহার নাই। কিন্তু সমগ্র হিন্দু জাতিকে এই মুহূর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিবার তিনি বিরোধী এবং সেই বিরুদ্ধ মতের জন্যই তিনি সম্মিলনীর সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ, বহুদর্শী, বিচক্ষণ এবং উদারমতাবলম্বী পণ্ডিতকে যে কারণে সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

হিন্দুজাতি আবহমানকাল হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালিয়া আসিতেছে এবং সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এইরূপ জাতিভেদ হইয়াছে। আর্য্য হিন্দু জাতির ইতিহাস হইতে জানা যায়, সমাজের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণের দিক দিয়াই এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং জাতিভেদনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশ্য যে যুগে এই জাতিভেদের সৃষ্টি, তদানীন্তন সমাজের অবস্থা এবং বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার মধ্যে বহুল পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মের উপযোগী সংস্কার হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা যে জাতির কল্যাণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যে নীতি সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহা অকস্মাৎ উড়াইয়া দিতে গেলে সংস্কারকেরা সমাজ ও জাতির কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই সাধন করিবেন।

রক্তের পবিত্রতা এবং জনন-নীতির দিক দিয়া বর্ণভেদের বহু আবশ্যকীয়তা যে আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বর্ণভেদকে নষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া সংস্কারকগণ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে সকল দোষ ও পাপাচার দেখা দিয়াছে তাহার বিনাশ সাধন করিতে তৎপর হইলেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যতীতও হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে অন্যান্য বহু প্রকারের অন্যায় এবং পাপাচার সমাজের মধ্যে রহিয়াছে। হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে এই সকল দুর্নীতি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে। এই দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সমগ্র জাতিকে ব্রাহ্মণত্বই হউক আর ক্ষত্রিয়ত্বই হউক কিম্বা অন্য যে কোন বর্ণধর্ম্ম প্রদান করা হউক না কেন তাহাতে সমাজের কোন কল্যাণই হইতে পারে না।

যাহাদিগের সংস্কার সাধন করিতে হইবে তাহাদিগের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতির প্রতি সংস্কারকদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর শরীরে যে ঔষধের ক্রিয়া হওয়া সম্ভব সেইরূপ ঔষধ না দিয়া অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ উপশমের পরিবর্ত্তে রোগীর সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই কথা কয়েকটী বিশেষরূপ স্মরণ না রাখিয়া যদি সংস্কারকগণ এই বিরাট জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন তাহাতে ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রশংসা এবং করতালি লাভ করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু জাতি ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে না।

অপূর্ব্ব মিলন।

—:০:—

(বড় গল্প)

শ্রীঅমিয়ময় দাস, বি, এ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

এই তুহীন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, ছেলেবেলা হ'তে এক সঙ্গে পড়ে আসছি। আমাদের দুইজনের মধ্যে বেশ বিশ্বাস, পরস্পর পরস্পরকে যাবতীয় কথা বলে থাকি। যেখানেই থাকি না কেন তুহীনকে মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুই চারিখানা চিঠি লেখা চাই। তুহীনও তার যথাসময়ে প্রত্যুত্তর দেয়, এইরূপে আমাদের জীবন চলে আসছে। দুইজনেই এতদিন অবিবাহিত, আজ কিন্তু তুহীনের বিবাহ উপস্থিত, তুহীনের আনন্দ দেখে আমার প্রাণে যে আজ কি আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটা প্রায়ই হয়ে থাকে, এক বন্ধু অপর এক বন্ধুকে আনন্দিত দেখে তার প্রাণে খুব আনন্দ হয়। এই সব ভাবছি এমন সময়ে ঘড়িতে ঢং ঢং করে ৪টা বেজে উঠল, তখন চমক ভেঙ্গে গেল; তারপর গঙ্গার ধারে বেড়াবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

তখন আকাশ বেশ নির্ম্মল। মেঘের লেশ মাত্র নাই, সূর্য্যের শেষ রশ্মি বড় বড় প্রাসাদের শীর্ষভাগে প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণের মত মনোরম দেখাচ্ছে। গঙ্গার মৃদু মন্দ হিল্লোল প্রাণে একটা উল্লাস আনিয়ে দিচ্ছে, সূর্য্যের কিরণ চতুর্দ্দিক রঞ্জিত করে দিয়েছে।

আমি একটা পাথরের উপর বসে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর ঢেউগুলিকে আমার প্রাণের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভাবছি—"তুহীনের বিবাহ, আর আমার—"

তখন গত বৎসরের কথা মনে পড়ল। আমি এখানে পড়ছি, হঠাৎ একদিন বড় দাদার টেলিগ্রাম পেলাম—"মায়ের কঠিন অসুখ, তোমাকে এখুনই আসতে হবে।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, হাত হ'তে বই পড়ে গেল, সেইখানে হতভম্বের মত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তুহীন তাড়াতাড়ি হাত ধরে তুলে, অনেক প্রবোধ দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলে।

সারা রাস্তা কেঁদে কেঁদে আসছি চোখ দিয়ে তখন টস টস করে জল পড়তে লাগল, আর আমি দুই হাত তুলে আকাশের দিকে চেয়ে কায়মনবাক্যে বলতে লাগলাম—"ঈশ্বর আমার সর্ব্বস্ব নাও, কিন্তু মাকে আমার নিওনা।" যাহোক কোন রকমে বাড়ী এসে দেখি স্নেহের জননী আমার অচৈতন্যা। আমি মায়ের পায়ের কাছে পড়ে চীৎকার করে বলতে লাগলাম—মা! আমি এসেছি একটী বার কথা কও মা। মা! তুমি যে কত কথা বলতে, একটী বার বল মা, বলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগলাম। বড় দাদা তখন এসে বল্লেন "তরু কচ্ছিস কি? ওঠ, এ সময়ে বিরক্ত করিস না, যা বাবার কাছে যা, আমি এখানে আছি যা।" তারপর বাবার কাছে এসে দেখি—বাবার আর সে দেহ নাই, চুল রুক্ষ, দেহ ক্ষীণ, চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, গম্ভীর হয়ে বসে আছেন, আমি প্রণাম করে ডাকলাম—বাবা!

কে? তরু, কখন এলি?

এই আসছি, আপনি একটুকু আগে কেন সংবাদ দিলেন না?

বাবা নিরুত্তর, তাঁর সেই অবস্থা আর দেখতে পারলাম না, আমি তখন আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—বাবা! কি হবে?

বাবা আমার মাথায় হাত রেখে, বুকের কাছে টেনে, ধীর এবং শান্তভাবে বল্লেন—ঈশ্বর তার উপায় করবেন তরু মানুষ ভেবে কিছুই করে উঠতে পারেনা।

আমি আর বিরক্ত না করে ধীরে ধীরে মায়ের কাছে এলুম, দেখি—মা চোখ চেয়েছেন, তাড়াতাড়ি মায়ের মুখের কাছে এসে ডাকলাম—মা!

'জল' বলে মা হাঁ করলেন, তাড়াতাড়ি মায়ের মুখে জল দিয়ে বললাম—মা কেমন আছ?

তরু!

কি মা?

তোকে অনেক করে তুলেছি বাবা! তুই ত আমার কথা রাখলি না। বাবা! আমার কথা রাখিস, বিয়ে করিস বাবা! অনেক সাধ ছিল—তোর বিয়ে দেখবো।

অল্পক্ষণ পরেই মায়ের নাভিশ্বাস আরম্ভ হতে লাগল, তারপর সব শেষ।

সেই মায়ের মৃত্যুকালের বাসনা আজ আমার মনে ভাল করে জাগিয়ে দিলে—যখন শুনলাম তুহীনের বিবাহ, আমার তখন মনে প্রতিজ্ঞা ছিল বি, এ, না পাস করলে বিবাহ করবনা। সেই প্রতিজ্ঞাই হলো মায়ের মৃত্যুকালের বাসনা ও দারুণ মনস্তাপ।

এই সব ভাবতে ভাবতে বলতে লাগলাম—কি হতভাগ্য

আমি, যার মা নেই তার কেউ নাই। আজ পাস করলাম বটে, কিন্তু মাকে ত পেলাম না।

মেসে এসে দেখি, তুহীন বিনয়ের হাতে দশ টাকার নোট দিয়ে গেছে, ভাবলাম—তার এই নোট দেবার ব্যবস্থা ... [illegible]খানে গিয়ে।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত।

মাননীয় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

আপনার সংবাদ পত্রে এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

গত ২৩শে ফাল্গুন তারিখের 'জঙ্গিপুর বাণীতে' কমলাকান্তের চিরপরিচিতা প্রসন্ন গোয়ালিনীর নাম দিয়া এক পত্র বাহির হইয়াছে। উহা পাঠে বুঝিতে পারিলাম যে ইহা জাল প্রসন্নর পত্র। এ জাল গোয়ালিনীকে কোথা হইতে আমদানী করা হইল? বাড়ালা অথবা মির্জ্জাপুর হইতে?

পত্রে কমলাকান্তকে নানাপ্রকার কটূক্তি করা হইয়াছে। প্রসন্ন কিন্তু কমলাকান্তকে কখন মন্দ কথা বলে নাই। সে কমলাকান্তকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং সত্যবাদী ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিত। সেইজন্য প্রসন্নর মঙ্গলা গাই চুরি মোকর্দ্দমায় সে তাহার উকিলের কোমর ধরিয়া বলিয়াছিল—"এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলেনা." প্রসন্ন কখনও তাহাকে ভণ্ড বা চণ্ডুখোর বলিয়া সম্বোধন করে নাই। এবং তাহার নিকট ফাঁকি দিয়া অনেক দুধ ক্ষীর খাইয়াছে—এ কথাও কখনও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। প্রসন্ন স্বেচ্ছায় কখন কখন চক্রবর্ত্তীকে ক্ষীর, সর, নবনীত বিনামূল্যে দিয়া যাইত। কমলাকান্তের অনুরোধে প্রসন্ন আফিম ধরিয়াছিল। প্রসন্নর উপর কমলাকান্তের যেরূপ অনুরাগ ছিল তাহার মঙ্গলা গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ ছিল। কমলাকান্তের মন সেইজন্য কখন কখন তাহার গোয়াল ঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। এখন দেখিতেছি জাল প্রসন্নকে স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী ও ঘটোঘ্নী দেখিয়া অনেকেই তাহার গবাক্ষতলে ও গোয়াল ঘরে আনাগোনা করিতেছে, তাহাকে খোষামোদ করিতেছে, তাহার দুয়ারে ধন্না দিতেছে। বেচারা কমলাকান্তের দোষ বাহির করিবার জন্য জাল গোয়ালিনীর পায়ে ধরিতে হইয়াছে—ইহা কি কম লজ্জার কথা?

আসল প্রসন্ন কখন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিত না। "মানুষের সাহস থাকিলে সে সত্য, অর্দ্ধসত্য ও অসত্য সবই প্রচার করিতে পারে"—একথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইত না। সে মিথ্যাবাদীকে বড় ঘৃণা করিত। সে ছোট লোকের মেয়ে হইলেও বর্ত্তমান কালের উচ্চ শিক্ষিত বাবুদের মত—"বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন"—ছিল না। সে সত্যকে পদদলিত করিত না।

জাল প্রসন্ন! তুই ঠিক বলেছিস্ "সত্যকে সত্য জানিয়া ধামাচাপা দেওয়ার মত পাপ ব্যবহারিক জগতে নাই। ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই দণ্ডবিধি আইনে তাহা দণ্ডাহ"—প্রসন্ন একথাটী ভাল করে তোর বাবুদের প্রাণে অঙ্কিত করে দে। একবার তাঁদের বুঝাইয়া দে যে সত্য পথ হইতে বিচ্যুত না হন। সত্যই যেন তাঁদের জীবনের ধ্রুবতারা হয়। তত্ত্বনির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়া কল্পতরু যেন হারাণ না। কুতর্কে মত্ত হইয়া শান্তির প্রস্রবন ভুলেন না অমৃত সরোবর পরিত্যাগ করিয়া কূপ-গহ্বরে অমৃত অনুসন্ধান করেন না। পথে ঘাটে জনে জনে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের নিন্দা না করে, নিজের জীবনের উদাহরণ দ্বারা লোককে সৎশিক্ষা দিতে বল্।

ওরে প্রসন্ন তুই কি করে জান্‌লি যে কমলাকান্ত সত্যাশ্রয়ী ছিল না? সে যে পদে পদে প্রতারিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে, বিশ্বাসঘাতকের দৌরাত্ম্যে তাহার হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন যাতনা উপস্থিত করিয়াছে। সে যাকে সত্যাশ্রয়ী বলিয়া ধরিতে গিয়াছে—সে দেখিয়াছে—তাহার একটীও প্রাণী নয়, সব কয়টী কণ্টক তরু, আবার দ্বেষ, ঈর্ষা, দম্ভ, অসূয়াদি তীব্র বিষধরগণ কণ্টক তরু-বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেখানেও কি জীব বাঁচে?

প্রসন্ন তুই ঠিক বলেছিস্—"মানুষ যে আবেষ্টনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, শিক্ষা পায়, বড় হয়, সে আবেষ্টনের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইতে পারে না"—সেইজন্য পণ্ডিতরা বলেছেন—

গুণৌ সৌজন্য দৌর্জ্জন্যে সহজৌ সাধু দুষ্টয়োঃ।
অমৃতে মাধুরী সিদ্ধা পিচুমর্দ্দে চ তিক্ততা॥

আর লোকেও সচরাচর বলে—"ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, তবু ছাড়েনা আপন জাত।

প্রসন্ন! তোর বাবুদের আর তেল, ঘি দিতে শিখাস্‌নে তেল, ঘি দিতে শিখে দেশটা রসাতলে গেল। তোর বাবুই একদিন কমলাকান্তকে "নির্লোভী ব্রাহ্মণ" বলে সম্বোধন করেছে আর আজ তাকে চণ্ডুখোর বলিতে লজ্জা বোধ করিল না—একেই বলে গরজ বড় বালাই।

জনৈক গ্রাহক।

বসন্ত।

নামেনি এখনো উষার আলো,
নিবেনি উষার তিমির কালো;
ধবল তারার উজল আভা,
বিমল চাঁদের অমল প্রভা
নিবেনি এখনো গো।

হয়নি সজাগ খেচর নিচয়,
গাইতে প্রভাতী—বিভুগুণচয়,
এমন সময় শয্যার সকাশে,
বসিনু উঠিয়া বাতায়ন পাশে,
ছোটেনি ঘুমের তন্দ্রা গো।

কোন্ সুদূরের পরপার হ'তে
ওগো, কোন্ সাগরের পার,
মন্দ মন্দ গতি প্রভাত-অনিল,
উন্মিল নীরবে বাতায়ন দ্বার,
চুম্বিল মোর অম্বর গো।

সহসা চুম্বনে উঠিনু চমকি,
শিহরিল মোর অঙ্গ;
নবীন পুলকে পূরিল তনু,
ঘুমের তন্দ্রা হইল ভঙ্গ।

মিটি, মিটি আঁখি মেলিয়া তখন,
নিরখি পূরব ভাগে;
সোণার বরণ, লোহিত তপন
উদিছে নবীন রাগে।

নবীন লোহিত কিরণ পরশে,
হ'ল জাগরিত, কোকিল হরষে;
পুলক আলোকে উষা-সমীরণে;
উড়িল বিহগ আপনার মনে;
নাচে তালে, তালে, গায় কুতূহলে,
'বসন্তসখা, এসেছে বসন্ত',
'সজাগ সকলে হও গো'।

শ্রীশ্রীপতিনাথ চক্রবর্ত্তী,
রঘুনাথগঞ্জ।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকায় গত ২৩।৩।২৯ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে জন্ম ১২। ৭ পুরুষ, ৫ স্ত্রী। মৃত্যু ২; পুরুষ ১, স্ত্রী ১ জ্বরে ২।

বহ্ন্যুৎসব।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে গত ২৪শে মার্চ্চ রবিবার সকালে সেগুা গ্রামে ও সন্ধ্যায় বাড়ালা গ্রামে বিপুল উৎসাহের সহিত বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দুই স্থানে অত্রাধিষ্ঠিত মিলন শাখা কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ গ্রাম্য জনসাধারণের বাড়ী বাড়ী গিয়া বিলাতী বস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং বহ্ন্যুৎসব স্থানে সাধারণ সভার আয়োজন করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হয় এবং বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতাদির পর ঘন ঘন "বন্দেমাতরম" "মহাত্মাকি জয়" প্রভৃতি প্রাণোন্মাদী বিরাট জয়ধ্বনির সহিত বিলাতী বস্ত্রের স্তুপে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বহ্ন্যুৎসবের সময় বিপুল জনতার এই আন্তরিক আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মনে হইয়াছিল বাস্তবিক দেশ স্বরাজের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বহ্ন্যুৎসব সমাপনান্তে সভায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করেন। তারপর সভা ভঙ্গ হয়। উক্ত মিলন শাখা কংগ্রেস কমিটী স্থির করিয়াছেন যে এখন হইতে তাঁহারা প্রত্যহ এক একখানি গ্রামে বহ্ন্যুৎসব করিবেন।

শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, সেগুা।

মোহিনী বিড়ির মামলা:

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "মোহিনী বিড়ি" প্রস্তুতকারক মেসার্স মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং রমজান আলি নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ বিড়ীর ট্রেডমার্ক জাল করিবার অভিযোগ আনয়ন করিলে বিচারক আসামীকে জাল বিড়ি প্রস্তুত ও বিক্রয় বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। এই মামলার শুনানীর সময় রমজান আলি মিথ্যা এফিডেবিট ও মিথ্যা এজেহার প্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টে এই মামলা স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন করে। মাননীয় বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো এবং মিঃ লর্ট উইলিয়ামস এই আবেদন অগ্রাহ্য করিলে রমজান প্রধান বিচারপতি ও মিঃ সি, সি, ঘোষের নিকটে আপিল করিয়াছিল, সে আপিলও অগ্রাহ্য হইয়াছে।

রঙ্গলাল কাশীরাম নামক এক ব্যক্তি মোহিনী বিড়ির ট্রেডমার্ক অনুকরণ করিবার জন্য অভিযুক্ত হয়। মাননীয় বিচারপতি মিঃ পেজ এই মামলার রায়ে আদেশ প্রদান করেন যে আসামী কখন ঐ নকল ট্রেড মার্ক ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহার নিকট যে সকল নকল ট্রেডমার্ক আছে এবং ঐ ট্রেডমার্ক যুক্ত বিড়ি আছে তাহা সমস্তই নষ্ট করিবার জন্য ফরিয়াদী পক্ষকে সমর্পণ করিতে হইবে। এই মামলার উভয় পক্ষের ব্যয়ভার আসামী পক্ষকে বহন করিতে হইবে।

ব্যানার্জ্জী আর্ট গ্যালারী।

প্রিয়জনের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই একখানা ফটো তুলিয়া লউন, বিলম্বে আপশোষ করিতে হইবে। আমরা অতিশয় যত্নসহকারে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত করিয়া থাকি। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে গিয়া ফটো তুলিয়া আসি। মূল্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম। স্কুলের ছেলে, শিক্ষক ও সাধারণ সভা সমিতির ফটো সুবিধায় তুলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সকল রকম ছবি বাঁধাই ও সকল রকম অক্ষরে সাইনবোর্ড লেখা হয়। নিম্নঠিকানায় আসিলে বা পত্র লিখিলে সমস্ত দর জানিতে পারিবেন।

বিনীত—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটোগ্রাফার (গোল্ড মেডেলিষ্ট)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বাঙ্গলা ভাষায় এই ধরণের পাক্ষিক পত্রিকা এই সর্ব্বপ্রথম

“স্বায়ত্ত শাসন”

জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি লোকাল ও ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ, সর্ব্বসাধারণের অভাব অভিযোগ, ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টের মোকদ্দমার বিবরণ, সরকারী ইস্তাহার ও হুকুমনামা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া—

বার্ষিক মূল্য সডাক
তিন টাকা

আগামী বৈশাখে
(সন ১৩৩৬ সাল)
বাহির হইতেছে।

গ্রাহক হইবার জন্য
আজই পত্র লিখুন।

অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেক এলাকা হইতে সংবাদদাতা ও এজেন্টের আবশ্যক। জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বাঙ্গলা দেশের লাইব্রেরীগুলিকে অর্দ্ধমূল্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

EXPERT ADVERTISING AGENCY
46/1, Durga Charan Mitra Street,
Sole Agents for Advertisement.

প্রকাশক—
চন্দ্র এণ্ড কোং
২৩এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

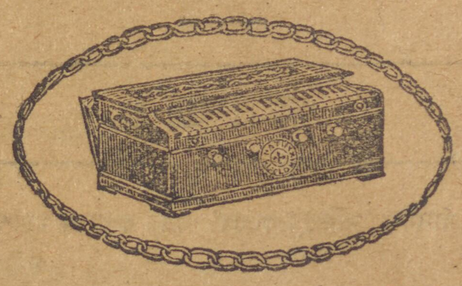

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—‘মিউনিসিয়ানস’ ফোন—কলিকাতা ৩৭৫৮

‘সত্যের জয়’

“মোহিনী”

বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সমন্বয়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে “মোহিনী” বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসাধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে কলঙ্কারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব; নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—
মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং
হেড আফিস:—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী:—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস, গোন্ডিয়া, (সি পি,)

—সুরবল্লী কষায়—

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংসপেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

খোস পাচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১।৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৸০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

বিনা মূল্যে ! বিনা মূল্যে !! বিনা মূল্যে !!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।৹ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵০ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ আনা।

বৃদ্ধ কেন ?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵০ টাকা। ছোট শিশি ॥৵০ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৭২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

MOTOR CARS MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্প্রোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডোমিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনমালীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (কোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভ্যাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

শতপুটের

লৌহ ও অভ্রভস্ম

।৹ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ ।৵০ পোয়া ৸০ আনা। মহাশঙ্খবটী ৫০ বটী ॥০ আনা, রামবাণ ১০০ বটী ৸০ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক ।৹ পোয়া ১৲, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৸০ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১॥০ টাকা, চ্যবনপ্রাশ ।১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানা:—

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।

গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

গাঁজার দোকানের পার্শ্বে।

বসাকের "চেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

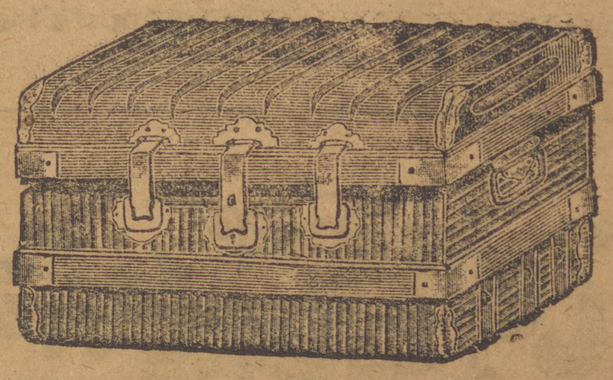

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩, বড়বাজার।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ।৫, ।১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩] [টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫।০, ৬।৵০, ৮৸৵০, ১০৸৵০।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় কি দেখা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য হচ্ছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বাজারের নানা প্রকারের মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অযথা অর্থব্যয় করতঃ মনঃকষ্টে দিন যাপন করেন। খাঁটী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চিনিতে না পারিয়া, শরীরের সার পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অর্থ ব্যয় সাফল্য করিবার জন্য নিম্নে কয়টী পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিলাম। ইহা বাজারের অসার ও কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত জগতের সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু মূল্যবান ও সুফলপ্রদ পরীক্ষিত দ্রব্য। বর্ত্তমানে লোকে যা, তা ক্রয় করিয়া নিষ্ফল হন, সেইজন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে পরীক্ষা করুন, কখনই নিষ্ফল হইবেন না।

১। অমৃতার্ণব অবলেহ—ইহা মনের অবসাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মস্তিস্ক ক্লান্তি দূর করে; জীবনীশক্তি শুক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখনই বিফল হয় না। কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

২। আরোগ্যবর্দ্ধিনী বটীকা—যে কোন প্রকারের জ্বর নিবারণ করিতে সক্ষম। প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

৩। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নাশক। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় ও কোন ব্যাধিতে আক্রমণের ভয় থাকেনা। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মনি তৈল—ইহা মস্তিস্ক শীতলকারক, শরীরের দুর্ব্বলতা নাশক, হাত পা জ্বালা নিবারক, মস্তিস্ক ঘূর্ণন বিদূরিত কারক ও গন্ধে অতুলনীয়; ইহা বাজারের অসার পদার্থ নহে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য "সুখপথ প্রদর্শক" বইখানির জন্য পত্র লিখুন। বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সাল্টউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কষ্টিক

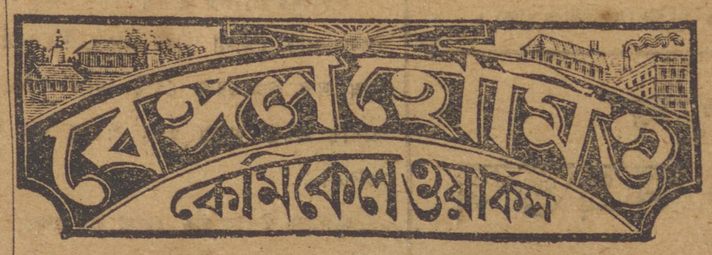

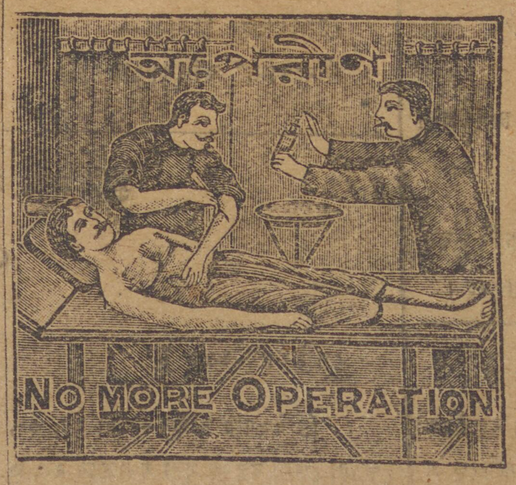

বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে
মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কারবিঙ্কালী, টুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, ভগন্দর প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ-রূপে রোগমুক্ত করে। এ বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তার-গণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে ৷৶৹ "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে ১৷৹
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভ.ইট্যালীন" সেবনে ১৲, কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে ।৶৹
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে ১৲, নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে ৷৹

সোল প্রোঃ **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

৵৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত